গন্তব্যের নেশা

শামীম রফিক

গন্তব্যের নেশা
শামীম রফিক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

Gontobber Nesha by Shamim Rafiq Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205
First Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 175 Taka RS: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97557-2-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা

প্রাক্-কথন

কবিতা কি—এই বিষয়টা নিয়ে কৌতূহল চিরকালের। সকলের। কবিতার স্বাদ যাই হোক না কেন, জীবনের কোন স্তরে এই স্বাদ একবার গ্রহণ করেননি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। এই বইখানি প্রকাশের বা লেখার কোন পরিকল্পনা-ই ছিল না। একদিনের উৎসাহ আর আগ্রহে বইটির পরিকল্পনা। মাত্র তিনদিনের ফসল এই বই। বইটিতে একটিমাত্র কবিতা, যার শুরুটা প্রচণ্ড কষ্ট আর বাস্তবতা দিয়ে হলেও শেষটা তা নয়। জীবন যুদ্ধে দিশেহারা কবি শেষ পর্যন্ত গন্তব্য খুঁজে পেয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন স্বপ্ন-সাথীকে। সকল হতাশা পিছনে ফেলে তিনি প্রিয় মানুষকে নিয়ে গন্তব্যের পানে ছুটে গেছেন। এখানে দুটি গন্তব্য : প্রথমটি কবির গন্তব্য আর দ্বিতীয়টি তাদের মিলিত গন্তব্য; জীবনের গন্তব্য। এই গন্তব্যের অভিযান প্রতিটি মানুষের রূপক গন্তব্য হিসেবে চিত্রিত। চমৎকার ফিলোসফি, চমৎকার শিল্পচাতুর্য। প্রচুর ত্রুটি থাকতে পারে। প্রচুর সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। সবকিছু উপেক্ষা করে, পাঠকগণ কবিতার গল্পটা অনুভব করবেন। তাতেই স্বার্থক হবে এই শ্রম ও সাধনা।

বইটি সৃষ্টির সাথে আরো যারা রয়েছেন, রয়েছে যাদের শ্রম, সহযোগিতা ও সাধনা, তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। অনুপ্রেরণায় যিনি ছিলেন তার প্রতি রইলো শিল্পিত ঋণ, জীবনভর। আপনাদের সকলের ভালোলাগাই হবে আমার এই শ্রম ও সাধনার মূল্য।

শামীম রফিক

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

গন্তব্যের নেশা

হলো না
কিছুই হলো না করা!

একা
শুধু একা
অনেকের সাথে একপথে।
সে তো পুরনো গল্প
এখন একা
এক নয় পথ
পথের নেশায়
পথে পথে ছড়িয়েছি স্বপ্নের ফসল
ডানায় ছিল অবশিষ্ট পালক
হারিয়ে ফেলেছি সব
পাইনি দেবী পার্বতী—
উঁচু নিচু ভেদাভেদ থাকলেও
নিজস্ব আগুনে ছিলো না
স্বপ্নের মমি
ভেবে দেখি থেমে আছে
আবদ্ধ এক জায়গায়
এ রকম হবার কথা ছিলো না
বাড়বার কথা যথেষ্টই ছিল নামের বহর
হয়নি কিছুই
এখানেই ভয়।

কেউ যদি বুঝে যায় নির্দিষ্ট ফলাফল
কায়দা করে তাই
আঁকি মানুষ
ভালোবাসবার ছলে

কতো আর নিচে—
কতোটা অন্ধকার
কেউ নেই পাশে
না হয় ছোট্ট ঘর
বেহিসেবি কেউ
অন্তরালের বিনাশে
সেভাবেও হয়নি ঠিক।

পরাজয়—
ভুলিয়ে দিয়েছে ব্যাকরণ
আচারণের দৃঢ়তা
আত্মবিশ্বাস
হাসবার ফলিত শোভা
বান্ধবহীন বিনীত সময়
অবনত
অন্ধকার পাশে থাকে
আলোরা দূরে
হীনতা শাসায়
নক্ষত্রের নিচে
তাদের সরু পথ
আঁকাবাঁকা শিরা
রক্তপাত নিরবে
শৈশবের গন্ধে পাওয়া পরন্ত দুপুর
তবুও একটা গন্তব্য থাকা চাই
চাই একটা কক্ষপথ।

কিভাবে হয়েছো শিরোনাম
কিভাবে ধরেছো বুকে

কিভাবে কাটিয়েছো হৈমন্তি রাত
গোপনীয় ভুলে
রাত্রি আসে
দিন গতকাল
উপসনায় জেগে থাকে চোখের কাজল
অভুক্ত দেহ ও মনে
হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে স্বপ্নের কুঞ্জবন
এভাবে পরাজয় হয় না কোথাও
যৌবন পুরোনো জাহাজে গিয়েছে চলে
কর্পোরেট নিষ্ঠুর বাহানায়
নিদ্রাহীন প্রতিটি রাত
মেঘেরা জেনেছে
হতাশার ঠোঁটে অচেনা হাসি
দুর্ভেদ্য জ্যামিতিক কোলাহল।

অপাত্রে দোলে প্রেম—মিছে উল্লাসে
পড়ে থাকে লাল টিপ
বিছানা বালিশ
চোখের অন্ধকার
নিয়তির ভীমরতি।
ঢাক ঢোল
লাল তলোয়ার
বিপাকে অর্থনীতি
নেই নেই
কেউ নেই
কিছু নেই
এতোটা শূণ্যতা নীলাকাশ জানে

কেনো জমেছে এতোটা ক্ষয়
এতোটা অবহেলা
পঞ্চাশ ছুঁয়েছে আমায়
এখানে থাকে না সমুদ্র
শিল্প নেই
দেবদারু হাসে
এতোটা ক্ষয় রোধবে কিভাবে
যেতে হবে—
এতোটা অবহেলায় যেখানে যায় না কেউ
তবে অলক্ষ্যে হলে ভালো হয়
অলক্ষ্যেই থাকে পরাজয়
পরাজয় কতটা রূপময়
স্বপ্নেরা জানে ভালো
আমার হারিয়ে গেছে সময়
হারিয়েছে সংযোগ
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো
মিথ্যেই ভেবেছিলাম
ওসব স্বার্থের মিছিল।

অভ্যাস পড়ে থাকে ভীড়ে
স্বভাব যেভাবে হাসায়
পাল্টায় না সেভাবে
কখনো কোথাও
বাড়ে শুধু ক্ষুধার জ্বালা
বুঝে না মিছে
টের পাই
সংকল্পের ক্ষুধা
এভাবে জীবন নিরুপায় হলে

কি করে হাত পাতি মানুষের দরোজায়
জীবন থামে না সেকেন্ডের ঠোঁটে
আকাশ রয়েছে নিরব
প্রিয়জনের উপহাস নিত্যদিন বুঝে
বুকের গভীরে জমে সঙ্গহীন শৈবাল
প্রতিদিন শিল্পের মতো বাড়ে
প্রতিদিন মুখোমুখি
অবনত বসে
কাটাতে হয়
অগণিত প্রহর
ভাষাহীনের ভাষা হয়ে
সর্বত্র লাগায় আগুন
তা সত্ত্বেও ভাষা হয় প্রেম
নিরুত্তর নোনাজল।

এখন পরাজয়ের গন্ধ সয় না
সময়গুলো ভেংচি কাটে
কতো ঘৃণা, কতো আর অবহেলা
তবুও ফিরতে চাই—জীবনে
বাঁধা কোথায়—কুঁড়েঘর
শিল্পের ভ্রমর
কেনো হয় বার বার এমন ধোঁয়াশা
কারণ নিজেকে ভেবে নিয়ে
বানাই বাতাসের ফাঁস
পরাজয়ের গোপন আল্পনা
অবিকৃত থেকে যায় গোপনেই ভুল।
তাও তো কষ্ট
এখানে ওখানে ঘুরতে হয় বিনা ভরসায়।

ইতিহাস যদি পাল্টে যায়
স্তব্ধতায়—
থেমে যাক্ রাত্রির উত্তাপ
আঁকড়ে নিতে হয় বধির অদৃষ্ট
কল্পনায় জেগে ওঠে বর্ণাঢ্য রমণী
যন্ত্রণার বেড়ে ওঠে বারান্দা
জানালার নিচের ঘর
চর্যাহীন ভোর
বিশাল অবহেলার সামনে
ব্যথিত চিবুক
ক্লেদ বাড়ে
ক্রমে ঘৃণা
রোদন ঘোচাবে কতোটা দীনতা?

বাঁধা থাকলে থাকুক
আছেই তো—
শিল্পিত ঘুর্ণন থামালেও
পায়ের উপর করেছো ঘুর্ণন
এইভাবে অবহেলা সয়ে সয়ে
কতোখানি ঘোচাবে রোদন
কতোখানি তিক্ততা
ক্রোধের বদলে ক্রোধ
হিংস্রতা
একটানা চীৎকার
নেশাগুলো তবুও ভালো
পৃথিবী কাঁপায়
ভয় হয়
পৃথিবী হয়েছে উন্নত